হতদরিদ্রের চালের লাইনে কলেজ শিক্ষক, আলমডাঙ্গায় চাঞ্চল্য

হতদরিদ্র, বিধবা ও দুস্থদের জন্য বরাদ্দকৃত ভিজিএফের চাল নিতে লাইনে দাঁড়িয়েছেন এক স্বচ্ছল কলেজ শিক্ষক এমন ঘটনায় চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা পৌরসভা এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনাটি জানাজানি হওয়ার পর স্থানীয়দের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও বিস্ময় দেখা দিয়েছে।

রোববার আলমডাঙ্গা পৌরসভায় ভিজিএফের চাল বিতরণ কার্যক্রম চলাকালে ইয়াসিন আলি নামে এক ব্যক্তিকে চালের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। পরে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, তিনি আলমডাঙ্গা উপজেলার নিগার সিদ্দিক ডিগ্রি কলেজের শরীরচর্চা শিক্ষক। একজন কলেজ শিক্ষককে দুস্থদের জন্য বরাদ্দ চাল নিতে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে উপস্থিত সাধারণ মানুষ হতবাক হয়ে যান।

চাল নেওয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে শিক্ষক ইয়াসিন আলি বলেন, “আমার বাসায় কে কার্ড দিয়ে গেছে আমি জানি না। তবে কার্ড যেহেতু পেয়েছি, তাই চাল নিতে এসেছি। এটা আমার প্রাপ্য বলেই মনে করি।”

তবে স্থানীয়দের দাবি ভিন্ন। তাদের মতে, ইয়াসিন আলির আলমডাঙ্গা পৌরসভার এরশাদপুর এলাকায় নিজস্ব ফ্ল্যাটবাড়ি রয়েছে এবং তিনি যথেষ্ট জমি-জমার মালিক। একজন স্বচ্ছল ব্যক্তি হয়েও সরকারি ত্রাণ নেওয়া নীতিবহির্ভূত এবং প্রকৃত দরিদ্রদের প্রতি অবিচার বলে মনে করছেন তারা।

এ বিষয়ে পৌরসভার স্যানিটারি ইন্সপেক্টর রানা বলেন, ওই শিক্ষক অনেক আগে থেকেই চাল নিচ্ছেন। এবার আমরা স্বচ্ছতার ভিত্তিতে চাল বিতরণ করছি। হয়তো ভুলবশত তার হাতে কার্ড চলে গেছে।

ঘটনাটি নিয়ে আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) পান্না আক্তার কঠোর অবস্থান নিয়েছেন। তিনি বলেন, ঘটনাটি জানার পর আমি খোঁজ নিয়েছি কে তাকে কার্ড দিয়েছে, কিন্তু কেউ দায় স্বীকার করছে না। আমি নির্দেশ দিয়েছি, যদি তিনি পাওয়ার যোগ্য না হন, তবে সেই চাল যেন কোনো প্রকৃত গরিব ব্যক্তিকে দেওয়া হয়।

স্থানীয় সচেতন মহল মনে করছেন, সরকারের সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির

সুফল যেন প্রকৃত অভাবী মানুষের কাছে পৌঁছায় তা নিশ্চিত করতে আরও কঠোর যাচাই-বাছাই প্রয়োজন। স্বচ্ছল ব্যক্তিদের এ ধরনের সুবিধা গ্রহণ প্রকৃত দুস্থদের অধিকার ক্ষুণ্ন করে বলেও তারা মত প্রকাশ করেছেন।

গাংনীতে জুমার নামাজের সময় ৪টি মোটরসাইকেল চুরি, এলাকায় চাঞ্চল্য

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় জুমার নামাজের সময় দুটি মসজিদের প্রাঙ্গণ থেকে ৪টি মোটরসাইকেল চুরির ঘটনা ঘটেছে।

শুক্রবার (১৬ মে) দুপুরে উপজেলার শহরের সন্ধানী স্কুলপাড়া ও উত্তরপাড়ার দুটি মসজিদে এই চুরির ঘটনা ঘটে। মুসল্লিরা নামাজ আদায়ে মসজিদে অবস্থানকালে দুর্বৃত্তরা এই সুযোগে মোটরসাইকেলগুলো নিয়ে পালিয়ে যায়।

প্রত্যক্ষদর্শী ও ভুক্তভোগীরা জানান, প্রতিদিনের মতো মুসল্লিরা মোটরসাইকেল মসজিদে যান। কিন্তু নামাজ শেষে তারা বেরিয়ে এসে দেখেন, পার্কিংয়ে রাখা মোটরসাইকেলগুলো নেই। সন্ধানী স্কুলপাড়া জামে মসজিদ প্রাঙ্গণ থেকে দুটি এবং উত্তরপাড়া জামে মসজিদ থেকে আরও দুটি মোটরসাইকেল চুরি হয় বলে জানা গেছে।

এ ঘটনায় ভুক্তভোগী ও স্থানীয়দের মাঝে চরম ক্ষোভ ও উদ্বেগ বিরাজ করছে। তারা অভিযোগ করেন, ধর্মীয় স্থানে এমন চুরির ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং এটি নিরাপত্তা ব্যবস্থার বড় ধরনের দুর্বলতার ইঙ্গিত দেয়।

এ বিষয়ে গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, “ঘটনার খবর পাওয়ার পরপরই পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। ইতোমধ্যে তদন্ত শুরু হয়েছে এবং চুরি যাওয়া মোটরসাইকেলগুলো উদ্ধারের জন্য বিভিন্ন জায়গায় তৎপরতা চালানো হচ্ছে।”

ঘটনার পর স্থানীয়রা মসজিদে ও আশপাশের এলাকায় নিরাপত্তা জোরদারের দাবি জানিয়েছেন। পাশাপাশি, সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর টহল বাড়ানোর আহ্বান জানান তারা।

এ ঘটনায় থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।